গ্রন্থকারের নিবেদন

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষ-উৎসব উপলক্ষে ভক্তজনেরা ষোড়শ উপচারে তাঁহার অর্চনা করিয়াছেন। আমিও তাঁহার একজন দীন ভক্ত ; উপচার কোথায় পাইব ? অন্তরের ভক্তিই আমার প্রধান সম্বল। তাহা দিয়াই পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া কবিগুরুর নীরাজনা করিলাম।

গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস। এজন্য তাঁহাকে সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইতেছি। প্রকাশিকা শ্রীযুক্তা মালবিকা দেবী গ্রন্থখানির প্রকাশের ভার লইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

দীন ভক্তের রবীন্দ্র-পূজার এই অর্ঘ্য বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদর পাইলে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে।

বৈশাখ ১৩৬৮

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

ভূমিকা

১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ায় দেশের কাজে তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি প্রশ্ন করি। তিনি জবাব দেন। এই প্রশ্নোত্তর একটি প্রবন্ধাকারে প্রথমে ১৩৪৭ সালের বৈশাখ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া কলিকাতার ইংরেজী বাংলা যাবতীয় সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া রাজনৈতিক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বলিয়াছিলেন :

"দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করেছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে, এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয় নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। শুধু সভা আর পরামর্শ—পরামর্শ আর কাজ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই ইতিহাস, কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না;

টুকরো টুকরো খবর পাবে, কিন্তু আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোন দিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না।"

ইহা হইল স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকের কথা—১৯০৫ সনের কথা। অর্ধ-শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকাল পরে দেশসেবক শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গবেষণার দ্বারা সেই নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাই এই রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষে "মুক্তি-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ" নামে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে শুভ-সূচক। এই মূল্যবান গ্রন্থখানি সাধারণের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিবার অধিকার দানে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রকুমার গুহরায় আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় আজ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও আমি আধুনিক যুগের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তাঁহার সামান্য পরিচয় দিতেছি।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায় বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অগ্রগামী সৈনিকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। নিগ্রহ-নির্যাতনের মধ্য দিয়া তিনি সৈনিকের কর্তব্য পালন করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি রাজনীতিক কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন।

মাতৃভূমির সেবার সঙ্গে নগেনবাবু বরাবর মাতৃভাষারও সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট দুইটিই পুণ্যকর্ম। জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হইয়া তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাংলার প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলিতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি ও রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে এই প্রবীণ লেখক পাঁচটি প্রবন্ধের সাহায্যে আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সুলিখিত, উপাদেয়

ও তথ্যপূর্ণ। এই প্রবন্ধগুলিতে নগেনবাবুর যত্ন পরিশ্রম ও মননশীলতার সঙ্গে রবীন্দ্র-প্রীতির পরিচয় মিলিবে।

ভাষার উপর অধিকার, ভাব-সম্পদ এবং চিত্তাকর্ষক রচনা-শৈলী—প্রধানত এই তিনটি গুণ থাকিলেই সুলেখক হওয়া যায়। নগেনবাবু এই তিনটি গুণেরই অধিকারী। তাঁহার রচিত "মুক্তি-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ" বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মতো সমাদৃত হইবে বলিয়া আমার নিশ্চিত ধারণা।

বৈশাখ—১৩৬৮ শ্রীসজনীকান্ত দাস